OUR ACHIEVEMENTS

PUBLISHED BY

SOME LEADING NEWSPAPERS

Anandabazar Patrika – 4th September 2021

আনন্দবাজার পত্রিকা

হাই জাম্পে রুপো প্রবীণের

রাতের কাটোয়ায় বাইকের তাণ্ডব, নালিশ শহরবাসীর

সিটে হাই কোর্টেরই প্রাক্তন প্রধান চেম্বর

একা মায়ের পথচলায় বাধা কেন?

বর্ধমান

চাকরি '৮৯ শতাংশ' ছাত্রছাত্রীর

নিজস্ব সংবাদদাতা

বর্ধমান

করোনা-আবহের মধ্যে অনলাইনে ক্যাম্পাস ইন্টারভিউ চলছিল। গত মাসে সেই পর্ব শেষ হয়েছে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবি, তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলিতে ক্যাম্পাস ইন্টারভিউ-এর মাধ্যমে ৮৯ শতাংশে ছাত্রছাত্রী চাকরি পেয়েছেন। স্নাতক পাশ অনেকেও বার্ষিক ১৬ থেকে ১৯ লক্ষ টাকার প্যাকেজে নামী সংস্থায় চাকরি পেয়েছেন, দাবি তাঁদের।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিমাই সাহা বলেন, "অতিমারির সময়ে অনেক প্রতিবন্ধক তৈরি হয়েছে। তবে পড়ুয়ারা ফাঁকি দেননি। সে জন্যই বিভিন্ন নামী সংস্থা তাঁদের যোগ্য মনে করে বেছে নিয়েছে, যা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে গর্বের।" বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, অতিমারির সময়ে ক্যাম্পাস ইন্টারভিউয়ের জন্য বেশি সংস্থাকে আনতে বিশেষ উদ্যোগ করা হয়। এ বছর ৯০টি সংস্থা ইন্টারভিউ নেয়। গত দু'বছরে ক্যাম্পাস ইন্টারভিউ নিতে এসেছিল যথাক্রমে ১৯টি ও ২৫টি সংস্থা। ২০১৯ সালে ৬১ শতাংশ ও ২০২০ সালে ৬৩ শতাংশ ছাত্রছাত্রী চাকরি পেয়েছিলেন বলেও জানা গিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবি, কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের পড়ুয়ারা তুলনায় বেশি সফল।

ডাক নিয়ে অভিযোগ, সমাধানের আশ্বাস

সাহায্যে বিধায়ক

দুর্ঘটনায় মৃত দুই

লাভ বেশি, আগ্রহ সুগন্ধি ধান চাষে

PTO

হাই জাম্পে রুপো প্রবীণের

অবনীর কীর্তি খেলা

বর্ধমান

আপনার মত

'দুয়ারে সরকার'-এ ভিড় কমাতে জেলা জুড়ে শিবিরের সংখ্যা আরও বাড়ানোর দরকার আছে কি?

হ্যাঁ	৯০.০০%
না	০০.০০%
জানি না	১০.০০%

নতুন প্রশ্ন: বর্ধমান শহরের উল্লাস মোড়ে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে তৈরি হওয়া 'মিষ্টি হাব'-এর পুনরুজ্জীবন কি সম্ভব? মত জানান 'ABP SA' অ্যাপে

চাকরি '৮৯ শতাংশ' ছাত্রছাত্রীর

নিজস্ব সংবাদদাতা

বর্ধমান

করোনা-আবহের মধ্যে অনলাইনে ক্যাম্পাস ইন্টারভিউ চলছিল। গত মাসে সেই পর্ব শেষ হয়েছে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবি, তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলিতে ক্যাম্পাস ইন্টারভিউ-এর মাধ্যমে ৮৯ শতাংশ ছাত্রছাত্রী চাকরি পেয়েছেন। স্নাতক পাশ অনেকেও বার্ষিক ১৬ থেকে ১৯ লক্ষ টাকার প্যাকেজে নামী সংস্থায় চাকরি পেয়েছেন, দাবি তাঁদের।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিমাই সাহা বলেন, "অতিমারির সময়ে অনেক প্রতিবন্ধক তৈরি হয়েছে। তবে পড়ুয়ারা ফাঁকি দেননি। সে জন্যই বিভিন্ন নামী সংস্থা তাঁদের যোগ্য মনে করে বেছে নিয়েছে, যা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে গর্বের।" বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, অতিমারির সময়ে ক্যাম্পাস ইন্টারভিউয়ের জন্য বেশি সংস্থাকে আনতে বিশেষ উদ্যোগ করা হয়। এ বছর ৯০টি সংস্থা ইন্টারভিউ নেয়। গত দু'বছরে ক্যাম্পাস ইন্টারভিউ নিতে এসেছিল যথাক্রমে ১৯টি ও ২৫টি সংস্থা। ২০১৯ সালে ৬১ শতাংশ ও ২০২০ সালে ৬৩ শতাংশ ছাত্রছাত্রী চাকরি পেয়েছিলেন বলেও জানা গিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবি, কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের পড়ুয়ারা তুলনায় বেশি সফল।

এক নজরে

...শেষে সংস্কার

...গ্রাম: দীর্ঘদিন বেহাল ছিল ...গ্রামের ভুঁয়েরা বটতলা ... মানকর যাওয়ার রাস্তা। ... গর্তে পড়ে বিকল হয়ে ... যানবাহন, এমনই ...যোগ এলাকাবাসীর। সেই ...সংস্কার শুরু করল পূর্ত ... গর্তগুলিতে ঝামা ইট ...ময়িক ভাবে চলাচলের ... করে তোলা হচ্ছে বলে ...ত্রে জানা গিয়েছে।

...চারা বিলি

... কৃষি তথ্য ও ...দ্র এবং ব্লক কৃষি ...র দফতরের ব্যবস্থায় ...দফতরের উদ্যোগে ... রুইয়ের চারা ... ভাণ্ডারে। ব্লক ... অধিকারিক ...ন, ব্লকের ... এই চারা ...ছচাষিদের ... করা হবে

ডা... স...

নিজস্ব সংবাদদা...

বর্ধমান

ডাক পরিষেবার উ... একাধিক পরিকল্পনা র... জানিয়েছেন দক্ষিণবঙ্গ ... পোস্টমাস্টার জেনারেল ... কুজুর। তিনি জানান, 'নে... 'লিঙ্ক'-এর সমস্যা মেটাতে ... 'ফোর জি' ডঙ্গল দেও... এই লক্ষ্যে বিএসএনএল... আলোচনা চলছে।

ডাক পরিষেবা নিয়ে অ... শেষ নেই। চিঠি পৌঁছতে ... হয়, তেমনই নির্দিষ্ট সময়ে ... পৌঁছয় না বলে অভিযো... অফিসে 'লিঙ্ক'-এর সমস্যা... হতে হয় সাধারণ মানুষকে... সময় পেনশনের টাকা তে... অন্য পরিষেবা পেতেও ... সমস্যায় পড়তে হয় বলে অ... সম্প্রতি কলকাতা থেকে ... এক ব্যক্তি ডাক পরিষেবার...

সর্পদষ্ট হয়ে মৃ...

বর্ধমান: সাপের ছোবলে মৃত্যু... এক মহিলার। মৃত আল্পনা ... (৪২) রায়নার নতুনগ্রামের ... বৃহস্পতিবার রাতে বাড়িতে... ডান পায়ে সাপে ছোবল মারে। ... মেডিক্যাল কলেজ হাসপ... আনা হলে তাঁর মৃত্যু হয়।

Bardhaman Review – 1st September 2021

আমাদের খবরে নজর রাখতে facebook -এ লগঅন করুন
https://m.facebook.com/bardhaman.review/
https://web.facebook.com/bardhaman.review/
'বর্ধমান রিভিউ'

বর্ধমান রিভিউ

Leading Print Media Since 1990

করোনা সতর্কতা
করোনা ভাইরাস নিয়ে অযথা গুজব ছড়াবেন না। আতঙ্ক নয়, সচেতনায় জোর দিন
'বর্ধমান রিভিউ' কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত

বর্ষ ৩১ ● সংখ্যা ১৭ ● ১ সেপ্টেম্বর ২০২১ ● ১৫ ভাদ্র ১৪২৮ ● R.N.I. NO. 53006 / 90, DL. No. CMM/KOL/26/2017, Dt. 20.06.17 & 573(6)/1/Gen/Dgp/17,Dt. 05.9.17 ● PR NO. WB/ASL/57/13-15 ● মূল্য ২ টাকা

● BARDDHAMAN REVIEW ● 1 September 2021 ● VOL. 31 ● Issue 17 ● PR NO.-WB/ASL/57/13-15 ● RNI-53006/90, DL. No. CMM/KOL/26/2017, Dt. 20.06.17 & 573(6)/1/Gen/Dgp/17,Dt. 05.9.17 ● Page-4

এবার থেকে কি তাহলে নার্সরাই ডাক্তারের কাজ করবেন?

রিভিউ প্রতিবেদন : ২০১১ সালে প্রথমবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের সরকারী চিকিৎসা পরিষেবার উন্নয়ণে বিশেষ নজর দিয়েছিলেন। রাজ্যের জেলা ও মহকুমা হাসপাতালগুলির উন্নয়ণে অনেকটাই চিকিৎসা পরিষেবার উন্নয়ণ হলেও সার্বিকভাবে সরকারী হাসপাতালগুলির চিকিৎসা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে এখনও অসন্তোষ রয়েছে। অনেক হাসপাতালেই যে উপযুক্ত পরিকাঠামো নেই তা এই সময়ের করোনাকালে দেখা গেছে। বেড এবং অক্সিজেনের অভাব ছাড়াও অনেক হাসপাতালে চিকিৎসার প্রয়োজনীয় একাধিক সরঞ্জাম নেই। একই সঙ্গে অনেক হাসপাতালে চিকিৎসক ও নার্সেরও অভাব রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী চাইছেন রাজ্যের সরকারী হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসকের ঘাটতি মেটাতে নার্সদের প্র্যাকটিশ করার অধিকার দিতে। সেক্ষেত্রে প্র্যাকটিশ করার অধিকারপ্রাপ্ত নার্সদের নতুন নামকরণ হবে 'প্র্যাকটিশনার নার্স'। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, যে সব নার্স ভালো কাজ করবে, অভিজ্ঞতাসম্পন্ন তাঁদের জন্য নতুন পদ করা হবে। সেই সিস্টারদের প্র্যাকটিশনার নার্স নামে নতুন পদে উন্নিত করা হবে। যার অর্থ হচ্ছে এই সব নার্সরা প্র্যাকটিশ করতে পারবেন। অনেকটা দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে পারবে। রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নার্সিং স্টাফদের প্রাকটিশ করার ঘোষণা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, "নার্সরা ডাক্তারের সমকক্ষ কাজ করতে পারে। নার্সরা স্যালাইন দেয়, তারা ব্লাডও নেয়। এক্স রে এমআরআই সবই তারা পারে। কিন্তু ডাক্তাররা রোগী দেখে দেয়। সিস্টাররা চিকিৎসকদের গাইডলাইন অনুসরণ করে।" মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, এবার থেকে নার্সরাও প্র্যাকটিশও করতে পারবে। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে প্র্যাকটিশনার নার্সদের নিয়ে স্বাস্থ্য দপ্তর বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে।" চিকিৎসকদের যে অভাব আছে তার চাহিদা পূরণ হবে বলে দাবি মুখ্যমন্ত্রীর। এই ঘোষণা নিয়ে ইতিমধ্যে চিকিৎসা মহলে নানা বিতর্ক দেখা দিয়েছে। নার্সদের চিকিৎসক হিসেবে মেনে নেওয়া নিয়ে ডাক্তারদের মহলও দ্বিধাগ্রস্ত। সাধারণ মানুষের মধ্যেও নার্সদের কিভাবে ডাক্তার বলে মেনে নেওয়া যায় তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর এহেন মন্তব্যের পর তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরী হয়েছে রাজ্যের নার্সিং কর্মচারীদের মধ্যে। ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদিকা নিবেদিতা দাশগুপ্ত সরকারের এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করে বলেছেন, " চিকিৎসকদের বিকল্প কোনোভাবেই নার্সরা হতে পারেন না। বহু চিকিৎসক পাশ করে বসে আছেন। সরকারী হাসপাতালে ব্যাপক সংখ্যায় চিকিৎসকদের শূণ্যপদ পূরণ হচ্ছে না। নার্সিং পদকে কোনোভাবেই চিকিৎসক বলে মেনে নেওয়ার কোনও যৌক্তিকতা নেই।" নার্সেস ইউনিটি সংগঠনের নেত্রী সঞ্চিতা সূত্রধর এবিষয়ে বলেছেন, "নার্সদের দিয়ে কোনোভাবেই চাহি[...] পূরণ করা যাবে না। মুখ্যমন্ত্রীর হয়[...] বিষয়টি সম্পর্কে বিশদে জানা নে[...]।" সরকারী চিকিৎসকদের সংগ[...]ন অ্যাসোসিয়েশন অব হেলথ সার্ভিস [...]র এর সাধারণ সম্পাদক ডাঃ ম[...]স গুমটা এনিয়ে বলেছেন, "নার্স[...]র ট্রেনিং দিলে প্রাথমিক স্বাস্থ্যে [...]রা আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন ক[...]তে পারে। কিন্তু প্র্যাকটিশ বা প্রেসক্রিপ[...]ন করার অধিকার মানে সরকার [...]কী বোঝাতে চাইছে জানা নেই। মুখ্যম[...]র ঘোষণায় চূড়ান্ত বিতর্ক তৈরী হ[...]।" আইনগতভাবেও এই অধিকার নার্স[...]র আদৌ দেওয়া যায় কিনা সেই [...]শ্ন তুলেছে একাধিক চিকিৎসক সংগ[...]ন। অন্যদিকে রাজ্যের চিকিৎসক ও নার্স[...]র শূণ্যপদ পূরণ না করে সরকার চিকি[...]সা ব্যবস্থাকে আরও বিপদের দিকে ঠে[...] দিচ্ছে বলে মনে করছেন রাজ্যের চিকিৎসক ও নার্সদের একাধিক সংগঠন।

নিজেদের দেশ নিয়ে উদ্বিগ্ন দুর্গাপুরের তিন আফগান চিকিৎসক

রিভিউ প্রতিবেদন : আফগানিস্থান এখন তালিবানদের দখলে। সেখানে সাধারণ আফগানরা এখন রীতিমতো চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই দুর্গাপুরে থাকা আফগানদের মধ্যেও নেমে এসেছে চরম উদ্বেগ ও হতাশা। তাঁরা বুঝে উঠতে পারছেন না তাঁদের কি করণীয়। দেশের বাড়িতে থাকা আত্মীয়স্বজনদের জন্য তাঁরা ভয়ে কাঁটা হয়ে আছেন। আর প্রার্থনা করছেন যাতে তাঁদের বাড়ির লোকেরা ভালো থাকেন। এরকমই অবস্থার মধ্যে পড়েছেন দুর্গাপুরের এক বেসরকারী হাসপাতালে কর্মরত তিনজন আফগান চিকিৎসক। এঁরা হলেন আফগানিস্তানের কান্দাহারের বাসিন্দা আসমত আলজাই, পাক্তিয়ারের বাসিন্দা নবি আলজাই ও কাবুলের বাসিন্দা ফয়জল হক। এঁরা তিনজনেই আফগানিস্তান থেকে এমবিবিএস পাশ করেছেন। তারপর চাকরী সূত্রে এসেছিলেন দুর্গাপুরে। সেই থেকে টানা চার বছর হয়ে গেল এঁরা দুর্গাপুরের বেসরকারী মিশন হাসপাতালে কাজ করে চলেছেন। দীর্ঘদিন ধরে এখানে থাকার ফলে দুর্গাপুরের মানুষজন ও এখানকার পরিবেশের সঙ্গে দিব্যি নিজেদের মানিয়ে নিয়েছেন। হাসপাতালের অন্যান্য স্টাফদের সঙ্গেও তাঁদের ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। তাই আফগানিস্তানের এই চরম খারাপ অবস্থায় হাসপাতালে কর্মকর্তাসহ সহকর্মীরা এঁদের পাশে রয়েছেন। হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবার ক্ষেত্রে নিজেদের দায়িত্ব পালনের মাঝেই পরিবারের লোকেদের কথা ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন তিন চিকিৎসক। আসমত, নবি ও ফয়জল যাতে কোনোভাবেই ভেঙ্গে না [...]

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউআইটির ক্যাম্পাসে ইন্টারভিউয়ে দেদার চাকরী

মরাল মুখার্জী : বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউআইটির ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ক্যাম্পাস প্লেসমেন্টে এবার প্রচুর চাকরীর সুযোগ রীতিমতো নজির গড়েছে। জানা গেছে, ০২১ বর্ষের ক্যাম্পাস প্লেসমেন্টে ২২০ জন ছাত্রছাত্রী ইন্টারভিউ দেয়। ইন্টারভিউ নিতে হাজির ছিল ৯০টির বেশী দেশী বিদেশী মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানীর প্রতিনিধিরা। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল টিসিএস, উইপ্রো, ক্যাপ জেমিনি, ইহামা মোটরস, হিন্দুস্থান কম্পিউটার, ওয়েস্টারন ডিজিটাল, বাইজুস এর মতো বিখ্যাত সংস্থা। হবু ইঞ্জিনিয়ারদের দক্ষতায় খুশী হয়ে ২৯০ টির বেশী চাকরীর সুযোগ পেয়েছেন ছাত্রছাত্রীরা। গড়ে বার্ষিক সাড়ে ৫ থেকে ৫-৬ লাখ টাকা এবং কিছু ক্ষেত্রে তো ৮ থেকে ১৬ লাখ টাকা পর্যন্ত বার্ষিক প্যাকেজের অফারও পেয়েছেন পড়ুয়ারা। কেউ কেউ একাধিক সংস্থা থেকে চাকরীর অফার পেয়েছেন বলেও জানা গেছে। কলেজ কর্তৃপক্ষের দাবি, করোনা আবহের মধ্যে এবার ক্যাম্পাস ইন্টারভিউ দেওয়া পড়ুয়াদের মধ্যে ৮৯ শতাংশ চাকরীর সুযোগ পেয়েছে, যা এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিগত ২০ বছরের ইতিহাসে এক রেকর্ড গড়েছে। এছাড়াও অনেক ছাত্রছাত্রী গেট, ক্যাট এর মতো সর্বভারতীয় পরীক্ষায় সফল হয়ে উচ্চ শিক্ষার লক্ষ্যে বিভিন্ন নামী প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে।

অবশেষে মহকুমা হাসপাতালে ডায়ালিসিস পরিষেবা শুরু হল

রিভিউ প্রতিবেদন : টানা তিন বছর বন্ধ থাকার পর শেষ পর্যন্ত দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে ডায়ালিসিস ইউনিট চালু হয়েছে। সম্প্রতি, মহকুমা হাসপাতালের ডায়ালিসিস ইউনিটে ২ টি শয্যার উদ্বোধন করেন দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক প্রদীপ মজুমদার। তিনি জানিয়েছেন, আপাতত ২টি ডায়ালিসিস মেশিন চালু করা হয়েছে এবং পুরাতন যে পাঁচটি ডায়ালিসিস মেশিন আছে সেগুলিও দ্রুত মেরামত করে হাসপাতালে বসানো হবে। ফলে আগামীদিনে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে সাতটি ডায়ালিসিস মেশিন থাকবে। এতে রোগীদের অনেক পরিষেবা দেওয়া যাবে।

উল্লেখ্য, বাইরের হাসপাতালে ডায়ালিসিস খরচ যেখানে আড়াই হাজার টাকা সেখানে মহকুমা হাসপাতালে ৭৬০ টাকায় ডায়ালিসিস করানো যায়। এছাড়াও বিপিএলদের জন্য এখানে কোনো খরচ লাগে না। কিডনীর রোগ ও সাপের কামড়ের রোগীদের জন্য ডায়ালিসিসের প্রয়োজন হয়। মহকুমা হাসপাতালের এই ইউনিট বন্ধ থাকায় রোগীদের বেশী টাকা দিয়ে অন্য হাসপাতালে ডায়ালিসিস করাতে হয়। হাসপাতালের সুপার ধীমান মন্ডল বলেছেন, এবার সাধারণ রোগীদের আর বাইরে যেতে হবে না। একই সঙ্গে এখানে নতুন এক্স রে মেশিন, ইউএসজি মেশিনসহ চারজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক পাওয়া গেছে। এর ফলে এখন থেকে এই মহকুমা হাসপাতালে সাধারণ রোগীরা অনেক বেশী পরিষেবা পাবেন।

কাঁকসার প্রতিভাবান তীরন্দাজ প্রিয়াঙ্কার পাশে এগিয়ে আসছে অনেকেই

রিভিউ প্রতিবেদন : টোকিও অলিম্পিক্সে নীরজ চোপড়া তীরন্দাজীতে সোনার পদক জয় করার পর এই খেলায় বিশেষ উৎসাহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই রাজ্যেও বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে অনেক ছেলেমেয়েরাই তীরন্দাজের সঙ্গে যুক্ত। তাদের মধ্যে অনেকেই প্রতিভাবান হলেও আর্থিক প্রতিকূলতার কারণে তারা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিজেদের মেলে ধরতে পারছেন না। এই রকম এক প্রতিভাবান তীরন্দাজ হলেন দুর্গাপুর মহকুমার কাঁকসার সাহেব পাড়ার বাসিন্দা

প্রিয়াঙ্কা মুর্মু। এই বছরই সে দ্বাদশ শ্রেণী উত্তীর্ণ হয়েছে। নীরজের মতো তারও স্বপ্ন তীরন্দাজীতে দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করে পদক আনার। প্রিয়াঙ্কার বাবা সোনা মুর্মু পেশায় দিন মজুর। খেলাধূলার জন্য স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার অধীনে বীরভূমের বোলপুরে এতদিন পড়াশোনার সঙ্গে তীরন্দাজীর প্রশিক্ষণ নিত প্রিয়াঙ্কা। তবে একদিকে লকডাউন অন্যদিকে বোলপুরে পড়াশোনা শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে পুরোপুরিভাবে প্রশিক্ষণ বন্ধ তার। প্রিয়াঙ্কা জানিয়েছে, ছোটবেলায় মামার কাছে তার তীরন্দাজীতে হাতে খড়ি। তারপরেই তীরন্দাজীকে নিয়েই স্বপ্ন দেখতে শুরু করে প্রিয়াঙ্কা। বীরভূমের স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়াতে প্রশিক্ষণের সময় কয়েকটি রাজ্য প্রতিযোগীতায় অংশ নিয়েছিল সে। বহু জায়গা থেকে প্রতিযোগীতায় অংশ নিয়ে পুরস্কারও পেয়েছে প্রিয়াঙ্কা। তবে উন্নতমানের সরঞ্জাম ও প্রশিক্ষণের অভাবে সবই এখন বন্ধ। বর্তমানে বাড়িতে থেকে বাবার সঙ্গে চাষের কাজে বাবাকে সাহায্য করে প্রিয়াঙ্কা। প্রিয়াঙ্কার খবর জানতে পেরে তাঁকে সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন কাঁকসা ব্লকের তৃণমূলের ব্লক সভাপতি দেবদাস বক্সী। তিনি জানিয়েছেন, তাঁরা প্রতিভাবান ওই আদিবাসী তীরন্দাজের পাশে দাঁড়িয়ে সব রকম সাহায্য করবেন। এছাড়াও প্রিয়াঙ্কা ও তার পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছেন রাজ্য এসসি-ওবিসি সেলের সদস্য সুন্দরলাল পাশোয়ান। তিনি প্রিয়াঙ্কাকে আশ্বাস দিয়েছেন, তার কলেজে ভর্তি হতে ও তার পড়াশোনার জন্য তার পাশে দাঁড়াবে এবং তীরন্দাজিতে যাতে সে আরও উপরে উঠতে পারে তার প্রশিক্ষণের জন্য সব রকম সাহায্য করা হবে। আশ্বাস পেয়ে খুশি প্রিয়াঙ্কার মা সুনিতা মুর্মুও। তিনি জানিয়েছেন, অনেকেই তাঁর মেয়ের পাশে দাঁড়াতে এগিয়ে আসছেন তাই তিনিও আশাবাদী। উল্লেখ্য, এবার ১৫ আগস্টের এক অনুষ্ঠানে প্রিয়াঙ্কাকে সংবর্ধনা জানায় দুর্গাপুরের অন্যতম সমাজসেবী সংস্থা উড়ান। সেই অনুষ্ঠানে প্রিয়াঙ্কার পাশে থেকে তাঁকে সব রকমের সহযোগীতার আশ্বাস দিয়েছে এই সংস্থার অন্যতম কর্ণধার চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্বাস্থ্য দপ্তরের মেয়র পারিষদের দু রকম কথা

(দ্বিতীয় পাতার পর)

সুনীল চট্টোপাধ্যায় জানান, আমাদের বরো অফিসে ভ্যাকসিন নিতে এলে কাউকে ফেরানো হচ্ছে না। সবাই ভ্যাকসিন পাচ্ছেন। তবে দুয়ারে সরকার কর্মসূচীর জন্য এখন কিছুটা সমস্যা হচ্ছে। কিন্তু অন্যদিকে, দুর্গাপুর পুরসভার স্বাস্থ্য দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মেয়র পারিষদ রাখি তেওয়ারী স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন, এই সমস্যার সঙ্গে দুয়ারে সরকারের কোন সমস্যা নেই। কর্মী, কম তাই যাঁরা ভ্যাকসিনের কাজ করছেন তাঁদের দুই ভাগে ভাগ করে ভ্যাকসিনের কাজ করানো হচ্ছে তাই হয়তো এই সমস্যা হচ্ছে।' আর কম্পিউটার অপারেটর না আসার বিষয়টি তিনি খোঁজ খবর নেবেন বলে জানিয়েছেন। লাইনে দাঁড়িয়ে ভ্যাকসিন নিতে আসা অনেকেই অভিযোগ করেছেন সুনীলবাবু এ বিষয়ে ঠিকঠাক তৎপরতা দেখাচ্ছেন না। তাই তাঁদের টিকা নিতে এসে হয়রানি হতে হচ্ছে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রাকর দীপান্বিতা মুখার্জি কর্তৃক ২সি/৫ চন্ডিদাস এভিনিউ, দুর্গাপুর-৫, পশ্চিম বর্ধমান হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক 'ডায়মন্ড আর্ট প্রেস ৩৭ এ, বেন্টিক স্ট্রীট, কলকাতা - ৭০০০৬৯ হইতে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস: ফ্ল্যাট নং - ৩ এইচ, হলদিরাম কমপ্লেক্স, ৭২/১ আনন্দপুর, কোলকাতা- ৭০০১০৭, ফোন - ৯৪৩২২৩৯৪৪৯। সম্পাদকীয় অফিস : ২সি/৫, চন্ডিদাস এভিনিউ, দুর্গাপুর-৫, পশ্চিম বর্ধমান। মোবাইল : ৯৭৩২১০৭৯৭৯, ৯৩৩২০২০১৮৫, সম্পাদক : হীরেন মুখোপাধ্যায়। বি: দ্র:- প্রকাশিত সংবাদ এর জন্য ছাপাখানার কোনরকম দায়বদ্ধতা নেই।

Printer Publisher & Owned by Dipanwita Mukherjee and Printed at Diamond Art Press, 37A, Bentinck Street, Kolkata- 700069, Kol . off. : - Flat No.- 3H, Haldiram Complex, 72/1 Anandapur, Kol. - 700107. Ph. - 9432239449 (W.B.) & Published at 2C/5 Chandidas Avenue. Durgapur-5, Dist. - Burdwan, (W.B.) EDITOR : HIREN MUKHERJEE, Mob. - 9732107979/ 9332020185. Published News Item are not responsiblity by the printing press.

E-mail: bardhaman.review@gmail.com, review.news@yahoo.com, (Any disputes Subject to Durgapur Jurisdiction only)

facebook - https://m.facebook.com/bardhaman.review/ , https://web.facebook.com/bardhaman.review/

ভাবেই চিকিৎসক
কানও যৌক্তিকতা
সংগঠনের নেত্রী
ষয়ে বলেছেন,
নাভাবেই চাহিদা
মুখ্যমন্ত্রীর হয়তো
দে জানা নেই।”
দের সংগঠন
লথ সার্ভিস ডক্টর
ক ডাঃ মানস
ছেন, “নার্সদের
ক স্বাস্থ্যে তারা
কা পালন করতে
বা প্রেসক্রিপশন
ন সরকার কী
নেই। মুখ্যমন্ত্রীর
র্ক তৈরী হবে।”
অধিকার নার্সদের
কিনা সেই প্রশ্ন
কৎসক সংগঠন।
ৎসক ও নার্সদের
সরকার চিকিৎসা
দের দিকে ঠেলে
রছেন রাজ্যের
কাধিক সংগঠন।

াঙ্কার

কর্মকর্তাসহ সহকর্মীরা এঁদের পাশে রয়েছেন। হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবার ক্ষেত্রে নিজেদের দায়িত্ব পালনের মাঝেই পরিবারের লোকেদের কথা ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন তিন চিকিৎসক। আসমত, নবি ও ফয়জল যাতে কোনোভাবেই ভেঙ্গে না পড়ে তারজন্য সহকর্মীরা সব সময় এঁদের পাশে রয়েছেন।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউআইটির ক্যাম্পাসে ইন্টারভিউয়ে দেদার চাকরী

মরাল মুখার্জী : বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউআইটির ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ক্যাম্পাস প্লেসমেন্টে এবার প্রচুর চাকরীর সুযোগ রীতিমতো নজির গড়েছে। জানা গেছে, ০২১ বর্ষের ক্যাম্পাস প্লেসমেন্টে ২২০ জন ছাত্রছাত্রী ইন্টারভিউ দেয়। ইন্টারভিউ নিতে হাজির ছিল ৯০টির বেশী দেশী বিদেশী মাল্টি ন্যাশানাল কোম্পানীর প্রতিনিধিরা। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল টিসিএস, উইপ্রো, ক্যাপ জেমিনি, ইহামা মোটরস, হিন্দুস্থান কম্পিউটার, ওয়েস্টারন ডিজিটাল, বাইজুস এর মতো বিখ্যাত সংস্থা। হবু ইঞ্জিনিয়ারদের দক্ষতায় খুশী হয়ে ২৯০ টির বেশী চাকরীর সুযোগ পেয়েছেন ছাত্রছাত্রীরা। গড়ে বার্ষিক সাড়ে ৫ থেকে ৫-৬ লাখ টাকা এবং কিছু ক্ষেত্রে তো ৮ থেকে ১৬ লাখ টাকা পর্যন্ত বার্ষিক প্যাকেজের অফারও পেয়েছেন পড়ুয়ারা। কেউ কেউ একাধিক সংস্থা থেকে চাকরীর অফার পেয়েছেন বলেও জানা গেছে। কলেজ কর্তৃপক্ষের দাবি, করোনা আবহের মধ্যে এবার ক্যাম্পাস ইন্টারভিউ দেওয়া পড়ুয়াদের মধ্যে ৮৯ শতাংশ চাকরীর সুযোগ পেয়েছে, যা এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিগত ২০ বছরের ইতিহাসে এক রেকর্ড গড়েছে। এছাড়াও অনেক ছাত্রছাত্রী গেট, ক্যাট এর মতো সর্বভারতীয় পরীক্ষায় সফল হয়ে উচ্চ শিক্ষার লক্ষ্যে বিভিন্ন নামী প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে।

অবশেষে মহকুমা হাসপাতালে ডায়ালিসিস পরিষেবা শুরু হল

রিভিউ প্রতিবেদন : টানা তিন বছর বন্ধ থাকার পর শেষ পর্যন্ত দুর্গাপুর মহকুমা

Bardhaman Post – 9th October 2021

বর্ধমানের খবর জানতে লগঅন করুন
bardhamanpost.blogspot.in

বর্ধমান থেকে প্রকাশিত বাংলা দৈনিক পত্রিকা

বর্ধমান পোস্ট

RNI No : WBBEN/2014/64137

বর্ষ - ৯, সংখ্যা - ২৩৩ বর্ধমান ● ২২ আশ্বিন, ১৪২৮, শনিবার, ৯ অক্টোবর ২০২১ ● মূল্য - ২ টাকা

নবদুর্গা
শাড়ী ও পাঞ্জাবী

[4] Vol. - 8 Issue No. - 233
Bardhaman Post 09.10.2021

RNI No : WBBEN/2014/64137

ইউআইটির ৯০ শতাংশ পড়ুয়ার বিভিন্ন নামী কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ ইউআইটির ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়ারা চলতি বছরে ক্যাম্পাসিংয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করেছেন। প্রসঙ্গত, এই ইন্সটিটিউটে পড়াশোনার মান নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠেছিল। ছাত্রছাত্রীরা এখান থেকে পাশ করার পর সেভাবে ক্যাম্পাসিংয়ে সুযোগ না পাওয়ায় ইউআইটির বেশ কিছু বিভাগের দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। কিন্তু, শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় শেষমেশ সাফল্যের মুখ দেখল ইউআইটির পড়ুয়ারা। ইউআইটি কর্তৃপক্ষের দাবি, করোনা আবহে পড়াশোনার বিষয়ে কিছু সমস্যা থাকলেও অনলাইনে শিক্ষাদান চলছিল। পড়ুয়ারাও আন্তরিকভাবে অনলাইনের মাধ্যমে পড়াশোনার পাঠ নিয়েছেন। আর তারই সাফল্য হিসেবে চলতি বছরে অনলাইন ক্যাম্পাসিংয়ে ২০২২ সালের পাশআউট পড়ুয়ারা একাধিক নামী বহুজাতিক সংস্থায় কাজের সুযোগ পেয়েছেন বলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দাবি। ইউআইটি সূত্রে জানা গিয়েছে, এবছর অনলাইন ক্যাম্পাসিংয়ে ২২০ জন পড়ুয়া অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের থেকে প্রায় ৯০ শতাংশ পড়ুয়ার শিক্ষার মান নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করে একাধিক নামী বহুজাতিক সংস্থা তাদের সংস্থায় বার্ষিক গড়ে ৫ থেকে ৬ লক্ষ টাকা প্যাকেজে চাকরির সুযোগ দিয়েছে। সর্বাধিক প্যাকেজের পরিমাণ ৩২ লক্ষ টাকা। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিমাইচন্দ্র সাহা পড়ুয়াদের এই সাফল্যে অত্যন্ত খুশি। তিনি বলেন, বর্তমান অতিমারী পরিস্থিতিতে ফাঁকি না দিয়ে পড়ুয়ারা নিষ্ঠার সঙ্গে পাঠ নিয়েছেন। শিক্ষকরাও তাঁদের সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা করেছেন। আর এই মিলিত প্রয়াসেই পড়ুয়াদের সাফল্য এনে দিয়েছে। পড়ুয়াদের এই সাফল্যে ইউআইটিতে আরও বেশি করে পড়ুয়ারা পাঠ নিতে আসবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অবস্থান বিক্ষোভ ও স্মারকলিপি

নিজস্ব সংবাদদাতা চুক্তিভিত্তিক শিক্ষকশিক্ষিকারা অবস্থান বিক্ষোভ করলেন শুক্রবার। পরে তাঁরা স্মারকলিপি প্রদান করেন জেলা শাসককে। সাতদফা দাবি নিয়ে তাঁরা জেলাশাসকের কাছে সরব হন। শিক্ষক শুভদীপ ভৌমিক বলেন, সরকারি বিদ্যালয়গুলি এজেন্সির দ্বারা বেসরকারিকরণ হতে চলেছে। সুতরাং যেসব চুক্তিভিত্তিক শিক্ষকশিক্ষিকা টানা দেড় বছর ধরে করোনাকালে অনলাইনের মাধ্যমে পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সকল ছাত্রছাত্রীকে অনলাইনের মাধ্যমে পড়ানোর ব্যবস্থা করেছেন এইসব চুক্তিভিত্তিক শিক্ষকশিক্ষিরা। কার্যত এমতাবস্থায় রাজ্য সরকার বেতন দিচ্ছে না, এই অবস্থায় পরিবার নিয়ে রাস্তায় বসতে হবে। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমস্ত উন্নয়নমূলক প্রকল্প এই চুক্তিভিত্তিক শিক্ষকশিক্ষিকারাই তুলে ধরেছেন। অথচ এখন আমরা সকলেই রাস্তায়। সার্বিকভাবে সরকারের কাছে আবেদন ও অনুরোধ জানিয়ে এদিন জেলাশাসককে সাত দফা দাবি জানিয়ে স্মারকলিপি প্রদান করা হল।

কেতুগ্রামে স্বামীর পরকীয়ার জেরে স্ত্রীর গায়ে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ কেতুগ্রাম থানার বিল্লেশ্বর গ্রামে স্বামীর পরকীয়ার জেরে স্ত্রীর গায়ে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ উঠেছে। সেই অভিযোগে মৃতার স্বামীকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিস। মৃতার নাম তাপসী মাঝি। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পেশায় রাজমিস্ত্রি অর্জুন মাঝি স্ত্রীর সঙ্গে প্রায়ই ঝগড়া করত। এলাকাবাসী ও তাপসী মাঝির পরিবারের অভিযোগ, অর্জুনের সঙ্গে অপর এক মহিলার সম্পর্ক ছিল। সেনিয়ে প্রায়শই তাঁদের মধ্যে ঝগড়া চলত। সেকথা স্বীকার করেছিল অর্জুন। ঝগড়ার সীমা পেরিয়ে গেলে এর আগে দু'দু'বার বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করেন তাপসী। বৃহস্পতিবার অশান্তি চরমে পৌঁছলে গায়ে কেরোসিন ঢেলে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ ওঠে স্বামীর বিরুদ্ধে। তাপসী মাঝির মেয়ে বলেন, বাবামায়ের মধ্যে বৃহস্পতিবার রাতে ঝগড়ার আওয়াজ পেয়েছিলাম। কিন্তু, এতটা মারাত্মক হবে ভাবতে পারিনি। মা নিজেই আত্মঘাতী হয়েছে বলে জানালেন তাপসীর মেয়ে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় ওইদিন রাতে তাঁকে কাটোয়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শুক্রবার সকালে তিনি মারা যান। এরপর তাপসীর বাপেরবাড়ির লোকজন অর্জুনের নামে কেতুগ্রাম থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। ময়নাতদন্তের পর দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পুলিশ অভিযুক্ত অর্জুনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করছে।

মাথায় চোট পেয়ে যুবকের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বর্ধমান-হাওড়া রেলপথে গাংপুর স্টেশনের কাছে রেল লাইনের পাশের বিদ্যুতের খুঁটিতে ধাক্কা লেগে মাথায় চোট পেয়ে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। মৃতের নাম শেখ আক্রম (২৯)। বীরভূমের নানুর থানার আটকুলা গ্রামে তাঁর বাড়ি। তিনি গুজরাটের সুরাটে জরির কাজ করতেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার তিনি বর্ধমান থেকে লোকাল ট্রেনে চেপে হাওড়ায় যাচ্ছিলেন। সেখান থেকে তাঁর ট্রেনে সুরাটে যাওয়ার কথা ছিল। গাংপুর স্টেশন ঢোকার মুখে তিনি ট্রেনের দরজার বাইরে মুখ বের করে থুতু ফেলতে যান। সেই সময় রেল লাইনের পাশের বিদ্যুতের খুঁটিতে তাঁর মাথায় আঘাত লাগে। তিনি ট্রেনের ভিতরে পড়ে যান। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে জিআরপি দেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠায়।

OFFICE OF THE
BURDWAN MUNICIPALITY
G.T.Road, P.O. & Dist.- Burdwan.
West Bengal, India-713101.
Ph: +910342-2662518/2664121/2662777,
Fax: +910342-2560717
Email: info @ burdwanmunicipality.gov.in/
Website: www.burdwanmunicipality.gov.in

Burdwan Municipality
Eng. (Dev.)
Quotation Vide Memo No:- 244/i/ED. Dt. 07/10/2021
Sealed Quotation are invited from bonafide agencies for multiple development works Under **Burdwan Municipality.**
Last date of submission: 29/10/2021 up to 3 pm.

For details visit :-
www.wbtenders.gov.in
Further corrigendum & addendum if issued will be published on the above web site.

Sd/-
Chairperson
Board of Administrators
Burdwan Municipality

Govt. of West Bengal
Office of the Deputy Director of Agriculture Soil & Water Management, Burdwan.

NIT No. AGRI/DDA /SWM/O2 of 2021-2022

Supply of Black Bengal Goat
Details of advertisement available in website
www.purbabardhaman.gov.in

Sd/- Sikha Das
DDA
S&WM, Burdwan

Memo No : 189 / ICA/PUB/ BDN/ ADVT. Date : 08.10.2021

Printer, Owner and Publisher Timir Baran Biswas, Published at 158, B.L. Chowdhury Road, Burirbagan, P.O., Dist. : Burdwan, Pin - 713101 (W.B.) and Printed at - Pin2Graph, Court Compound, P.O & Dist : Burdwan - 713101 (W.B.) Editor : Timir Baran Biswas, M : 9434474241, 9434471828, Office :Curzon Gate, Burdwan, E-mail : bardhamanpost@gmail.com / postbardhaman@gmail.com

Bardhaman Review – 1st September 2021

[4] Vol. - 8 Issue No. - 233
Bardhaman Post, 09.10.2021

ইউআইটির ৯০ শতাংশ পড়ুয়ার বিভিন্ন নামী কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ ইউআইটির ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়ারা চলতি বছরে ক্যাম্পাসিংয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করেছেন। প্রসঙ্গত, এই ইন্সটিটিউটে পড়াশোনার মান নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠেছিল। ছাত্রছাত্রীরা এখান থেকে পাশ করার পর সেভাবে ক্যাম্পাসিংয়ে সুযোগ না পাওয়ায় ইউআইটির বেশ কিছু বিভাগের দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। কিন্তু, শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় শেষমেশ সাফল্যের মুখ দেখল ইউআইটির পড়ুয়ারা। ইউআইটি কর্তৃপক্ষের দাবি, করোনা আবহে পড়াশোনার বিষয়ে কিছু সমস্যা থাকলেও অনলাইনে শিক্ষাদান চলছিল। পড়ুয়ারাও আন্তরিকভাবে অনলাইনের মাধ্যমে পড়াশোনার পাঠ নিয়েছেন। আর তারই সাফল্য হিসেবে চলতি বছরে অনলাইন ক্যাম্পাসিংয়ে ২০২২ সালের পাশআউট পড়ুয়ারা একাধিক নামী বহুজাতিক সংস্থায় কাজের সুযোগ পেয়েছেন বলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দাবি। ইউআইটি সূত্রে জানা গিয়েছে, এবছর অনলাইন ক্যাম্পাসিংয়ে ২২০ জন পড়ুয়া অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের থেকে প্রায় ৯০ শতাংশ পড়ুয়ার শিক্ষার মান নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করে একাধিক নামী বহুজাতিক সংস্থা তাদের সংস্থায় বার্ষিক গড়ে ৫ থেকে ৬ লক্ষ টাকা প্যাকেজে চাকরির সুযোগ দিয়েছে। সর্বাধিক প্যাকেজের পরিমাণ ৩২ লক্ষ টাকা। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিমাইচন্দ্র সাহা পড়ুয়াদের এই সাফল্যে অত্যন্ত খুশি। তিনি বলেন, বর্তমান অতিমারী পরিস্থিতিতে ফাঁকি না দিয়ে পড়ুয়ারা নিষ্ঠার সঙ্গে পাঠ নিয়েছেন। শিক্ষকরাও তাঁদের সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা করেছেন। আর এই মিলিত প্রয়াসেই পড়ুয়াদের সাফল্য এনে দিয়েছে। পড়ুয়াদের এই সাফল্যে ইউআইটিতে আরও বেশি করে পড়ুয়ারা পাঠ নিতে আসবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

কেতুগ্রামে স্ব
গায়ে আগুন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ কেতুগ্রাম থানার বিল্লেশ্বর গ্রামে স্বামীর পরকীয়ার জেরে স্ত্রীর গায়ে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ উঠেছে। সেই অভিযোগে মৃতার স্বামীকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিস। মৃতার নাম তাপসী মাঝি। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।